বিজ্ঞাপন প্রকাশ
শ্রেণীবদ্ধ সহ বিভিন্ন ধরনের দৈনিক অথবা মাসিক বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশিত করতে যোগাযোগ করুন - ৯০৬২৮৬৭৯২১ নং এ।

এই যুগ
EI YUG

ADVERTISMENT
TO PUBLISH VARIOUS TYPES OF DAILY OR MONTHLY ADVERTISEMENT IN NEWSPAPER INCLUDING CLASSIFIEDS , CONTACT- 9062867921.

EI YUG ✱ HOWRAH ✱ DAILY ✱ VOLUME-4 ✱ ISSUE-403 ✱ 20 SEPTEMBER 2024 , FRIDAY ✱ R.N.I REGISTRATION NO : WBBEN/2020/81746 ✱ PAGE-4 ✱ PRICE: 2/-

পরিকল্পিতভাবে বাংলাকে ডোবাচ্ছে", কেন্দ্রকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

বেবি চক্রবর্ত্তী ,এই যুগ ,পূর্ব মেদিনীপুর ,১৯ সেপ্টেম্বর :বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া-সহ প্লাবিত এলাকা ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনও জলে নেমে দুর্গত এলাকায় পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের আপত্তি সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার ডিভিসি নতুন করে জল ছাড়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। পরিকল্পিত বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দেগে গণআন্দোলনের ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয় , দুর্গতদের ত্রাণের কোনও অভাব যেন না হয় সেদিকে জেলাশাসক-পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেন তিনি।এদিন পাঁশকুড়াতেও জল নেমে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সবাইকে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার আর্জি জানান মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে ফের জল ছাড়ায় ডিভিসি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মমতা। তিনি বলেন , "রাজ্যকে বিপদে ফেলতে ইচ্ছাকৃতভাবে এসব করা হচ্ছে। আর গোটা বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীন। বন্যার জন্য দায়ী ডিভিসি। ঝাড়খণ্ডকে বাঁচাতে পরিকল্পিতভাবে বাংলাকে ডোবাচ্ছে। উল্লেখ্য , গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি এবং মাইথন-পাঞ্চেত জলাধার থেকে ছাড়ার ফলে হাওড়া , হুগলি , দুই মেদিনীপুর , ঝাড়গ্রাম , পুরুলিয়া , বর্ধমান-সহ দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ডিভিসি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন , ইতিমধ্যে ৪ লক্ষ কিউসেকের বেশি জল ছাড়া হয়েছে। আগে কখনও এত জল ছাড়া হয়নি। ঝাড়খণ্ডকে বাঁচাতে বাংলাকে ডোবানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন , "আজ নতুন করে জল ছেড়েছে DVC। দ্রুত এলাকা খালি করার নির্দেশ দিয়েছি জেলাশাসককে। যাঁদের ফসল নষ্ট হয়েছে তাঁদের শস্যবিমার টাকা দেওয়া হবে।" এছাড়া , দুর্গতদের ত্রাণের কোনও অভাব যেন না হয়। এবং যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে সেই তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্রের কাছে বাংলা মাথা নত করবে না ,আমতায় বললেন ফিরহাদ

সন্দীপ মজুমদার ,এই যুগ , হাওড়া , ১৯ সেপ্টেম্বর : শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক দলকে এ রাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে এবং ২০০ পার করতে পারেনি বলে বাংলার উপর এই বঞ্চনা করা হচ্ছে। বাংলার বিরুদ্ধে বদলা নেওয়া হচ্ছে। আর কতোদিন , কতো ভাবে এই বদলা নেওয়া চলবে।? বৃহস্পতিবার আমতার বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে এসে এই প্রশ্ন তোলেন রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।তিনি বলেন , কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত অন্যায় ভাবে বাংলাকে বঞ্চনা করে চলেছে। ১০০ দিনের শ্রমিকদের টাকা দেয়নি। আবাসনের টাকা দেয়নি। বাংলার প্রাপ্য ১ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা দেয়নি। তিনি বলেন , কেন্দ্রীয় সরকারকে বহুবার সত্ত্বেও ডিভিসি সংস্কার করা হয়নি। এই মুহূর্তে ডিভিসি তে ৩০ শতাংশও জল ধারণ ক্ষমতা নেই। শুকনো সময় জল ছাড়া হয় না। তখন বাংলাকে খরায় পরিণত করা হয় , আর বর্ষার সময় জল ছেড়ে বাংলাকে বন্যা কবলিত করা হয়। তিনি বলেন , বাংলা কারও কাছে মাথা নত করবে না। এদিন ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় , বিধায়ক সুকান্ত কুমার পাল , ডাঃ নির্মল মাজি , হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দিপাপপ্রিয়া , হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া , উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক মানস কুমার মন্ডল , উলুবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস প্রমুখ।

রাজ্যকে ভাসানোর জন্য পরিকল্পিত ভাবে বন্যা করানোর অভিযোগ তুললেন মমতা

সন্দীপ মজুমদার ,এই যুগ ,হাওড়া ,১৯ সেপ্টেম্বর:পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পিতভাবে 'ম্যান মেড' বন্যা করানো হয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে যান। তিনি বিধিচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলটিকারিতে গিয়ে বলেন , এইভাবে পরিকল্পিত বন্যা করানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ ডিভিসির সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখবে না। তিনি বলেন ,কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হয়েছে ,এখন বৃষ্টি নেই। তা সত্ত্বেও পরিকল্পিতভাবে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ কিউসেকেরও বেশি জল ছেড়ে এই বন্যা করানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন , এবারে ডিভিসির জল ছাড়ার পরিমাণ আগেকার সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে। ওরা জল ছাড়ার হিসাব জানাতে চায় না বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন , জল ছাড়ার বিষয়টা রাজ্যের হাতে নেই ,সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়েছে। তিনি জানান , তিনি নিজে ডিভিসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। একসঙ্গে এতো বেশি জল ছাড়া যাবে না সে কথাও বলা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা এতো পরিমান জল ছাড়ায় এখানে বন্যার সৃষ্টি হল। মমতা বলেন , তাঁরা ডিভিসির সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তিনি জানান , ডিভিসি সংস্কারের জন্য বিগত ১০ বছর ধরে তিনি লড়াই করছেন। তাতেও কোনও কাজ হয়নি। ডিভিসির জল ধারণ ক্ষমতা ৩৬ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। তবুও ডিভিসি সংস্কার করা হয়নি। বন্যা দুর্গত এলাকা ঘুরে তিনি জানান , সঠিকভাবে দুর্গত মানুষদের খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। তিনি এ বিষয়ে হাওড়া জেলা প্রশাসন ও বিধায়কদের ও উদ্দেশ্যে বলেন , কেউ যেন তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না হন তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তিনি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বেশি করে সর্প দংশনের ওষুধ মজুদ রাখার কথাও বলেন। বন্যা দুর্গতদের অবস্থা বোঝার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বারে বারে রাস্তার জমা জলের মধ্যে নামতে দেখা যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় , তিন বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা , সুকান্ত কুমার পাল , ডাঃ নির্মল মাজি , হাওড়ার জেলাশাসক ড. পি দিপাপপ্রিয়া , হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া , উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক মানস কুমার মন্ডল প্রমুখ।

পতঙ্গবাহিত অসুখ প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক প্রচার সহ ওষুধ যুক্ত মশারি বিলি ব্লক প্রশাসনের

সুকুমার রঞ্জন সরকার , এই যুগ , আলিপুরদুয়ার ,১৯ সেপ্টেম্বর : পতঙ্গবাহিত অসুখ প্রতিরোধে আলিপুরদুয়ার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও কুমারগ্রাম ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হলো সচেতনতা মূলক প্রচার ও ওষুধ যুক্ত মশারি বিলি। জানা গেছে কুমারগ্রাম ব্লকের জয়ন্তী চা বাগান এলাকায় ম্যালেরিয়া ও জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর ও কুমারগ্রাম ব্লক প্রশাসন এর কর্মীরা এই এলাকায় পতঙ্গবাহিত অসুখ প্রতিরোধে বাড়ি বাড়ি সচেতনতা মূলক প্রচার চালায় ও ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওষুধ যুক্ত মশারি বিলি করেন। পাশাপাশি আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে ও জমা জল বাড়ির আশপাশ থেকে অপসারন করতে পরামর্শ দেন। কারন জমা জল ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর বাহক মশাদের আঁতুড়ঘর। এদিনের কর্মসুচীতে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা সহকারি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক , কুমারগ্রামের বিডিও এবং কুমারগ্রাম ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ স্বাস্থ্য কর্মী ও ব্লক প্রশাসনের কর্মীগন।

জেলার কথা

আমতার বন্যা দুর্গত মানুষদের ত্রাণ বন্টন করলেন সাজদা আহমেদ

সন্দীপ মজুমদার , এই যুগ , হাওড়া ,১৯ সেপ্টেম্বর : আমতার বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে বন্যা দুর্গত মানুষদের ত্রাণ বন্টন করলেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সাজদা আহমেদ। এদিন তিনি আমতা-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কুলিয়া ঘাটে এসে দীপাঞ্চল ভাটোরা ও ঘোড়াবেড়িয়া-চিতনানের বন্যা দুর্গত মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন। এই এলাকাটির কৃষি প্রধান হওয়ার জন্য বন্যায় কৃষকদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে বলে কৃষকরা তাঁকে জানান। প্রত্যুত্তরে তিনি অস্বাস দিয়ে বলেন রাজ্য সরকার সমস্ত দুর্গত মানুষদের পাশে রয়েছে। এলাকার জনপ্রতিনিধিরাও রয়েছেন কোনও চিন্তার কিছু নেই। এদিন সাংসদকে দেখে কয়েকশো মানুষ তাঁর কাছে নিজেকে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে উল্টে গেলো বোট ,অল্পের জন্য রক্ষা পেলো সাংসদ থেকে জেলা শাসক

এই যুগ ,বীরভূম ,১৯ সেপ্টেম্বর : লাভপুরের বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করতে গিয়ে ভয়ংকর বিপত্তি। স্পিডবোট উল্টে জলে পড়ে গেলেন দুই সাংসদ ,বিধায়ক ,জেলাশাসক , সহ অনেকে।তবে ইতিমধ্যেই জেলাশাসক বিধায়ক বোলপুরে সাংসদ অসিত মাল ও রাজ্যসভার সংসদ সামিরুল ইসলামকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তাদেরকে ঘটনাস্থল থেকে নিয়েও যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। উল্লেখ্য আজ বিকেলে রাজ্যসভার সংসদ সামিরুল ইসলাম জেলা শাসক পুলিশ সুপার বোলপুরের সংসদ অসিত মাল লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা সহ ডজনখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব লাভপুর এলাকার কিংবা অঞ্চলের বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করতে যান। আর তারপর পুলিশ সুপার ছাড়া বাকিরা স্পিডবোটে করে জলবন্দি এলাকার দিকে দিকে রওনা দেন আর তার পর ঘটে যায় বিপত্তি , হটাৎই উল্টে যায় স্পিডবোটটি। যদিও বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্য , স্থানীয় ও পুলিশের তৎপরতায় প্রত্যেককে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে জানা গেছে ওই বোটে থাকা অধিকাংশ আরোহীই কোনরকম সেফটি জ্যাকেট ব্যবহার করেননি।

বন্যা কবলিত জেলা সফরে যখন মমতা , ঠিক তখনই ফোন অভিষেকের মায়ের

বেবি চক্রবর্ত্তী ,এই যুগ ,কলকাতা ,১৯ সেপ্টেম্বর : বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জেলা সফরে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। প্রথমে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া পরিদর্শন করেন তিনি। তারপর যান হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি , ঠিক তখনই তাঁর বাড়ি থেকে ফোন আসে তাঁর কাছে। ফোন করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বাড়ি ও এলাকার পরিস্থিতির কথা 'দিদি'কে জানান তিনি। আর শুনেই মমতা কী বললেন , তা জানালেন দুর্গতদের মাঝে দাঁড়িয়েই।সংবাদিকদের সামনে দাঁড়িয়েই মুখ্যমন্ত্রী বললেন , "আমার কাছে এখুনি ফোন এল , আমরা যেখানে থাকি , ওতো উঁচু করে বাঁধিয়ে দিয়েছি গঙ্গা , তাও লাস্ট সিঁড়ি পর্যন্ত জল চলে এসেছে। আমি ফোন করে বললাম লতাকে , লতা আমার সঙ্গেই থাকে , ও অভিষেকের মা... বললাম শিগগিরি পাশে সরে যা।কালীঘাটের বাড়ির সামনে পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন , "সমস্ত গলিটলি সব জলে ডুবে গিয়েছে।এতো জল।এটা এখন চলবে দু-একটা দিন। কালকে পূর্ণিমার কোটালও গিয়েছে। তারপর যদি রোদ থাকবে , তিন চার দিন সময় লাগবে।- ছবি : সন্দীপ মজুমদার।

সিবিআই দপ্তরে মীনাক্ষী

বেবি চক্রবর্ত্তী ,এই যুগ ,কলকাতা ,১৯ সেপ্টেম্বর : সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে তলব করা হয়েছিল বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে। নির্দিষ্ট সময়ে সিবিআই দপ্তরে পৌঁছে যান তিনি। তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে আবার মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে এই সিবিআই তলব ঘিরে নানা কটাক্ষ শুরু হয়। কিন্তু প্রায় দুই ঘন্টা সিবিআই দপ্তরে থাকার পর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বাইরে বেরিয়ে এসে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়যার ফলে আরজিকর নিয়ে যখন চাপে রাজ্য , তখন তাদের চাপ আরও কিছুটা বাড়লো বলেই মনে করছেন একাংশ।সূত্রের খবর , এদিন প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে। মূলত , যেদিন অভয়ার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছিল , সেদিন তার মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে বাধা দিয়েছিলেন এই মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। প্রথম দিন থেকেই এই ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন তিনি। তাই তদন্তের ক্ষেত্রে তাকে আজ জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। আর তারপরেই বাইরে বেরিয়ে এসে প্রয়োজনে তিনি আবার আসবেন বলে জানিয়ে দেন বাম নেত্রী।এদিন এই প্রসঙ্গে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন , "তদন্তে সহযোগিতা করেছি। গোটা দেশের মানুষ , রাজ্যের মানুষ এই নৃশংস ঘটনার বিচার চাইছেন। আবার ডাকলে আবার আসব। নির্যাতিতার দোষীদের শাস্তি চাই। তদন্তে যে কোনো রকম সহযোগিতার জন্য আমরা প্রস্তুত। আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাস্তাতেও লড়াই চলবে।

কোচবিহার এম জে এন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়ে কর্মশালা পুলিশের

এই যুগ ,কোচবিহার ,১৯ সেপ্টেম্বর : কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশের কনফারেন্স হলে আয়োজিত হয় কোচবিহার এম জে এন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়ে এক দিবসীয় কর্মশালা। এদিনের করত্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের আধিকারিকগন। জানা গেছে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো মজবুত করতে এই কর্মসূচি। এম জে এন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্বে রয়েছেন পুলিশ সহ বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের আরও সচেতন করা হয়।

উদ্ধার চারটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ আটটি ম্যাগাজিন , গ্রেপ্তার এক

এই যুগ ,মুর্শিদাবাদ ,১৯ সেপ্টেম্বর : মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এর দেওয়া গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নবগ্রাম থানার পুলিশ ও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ যৌথভাবে বুধবার রাতে আয়রা গ্রামের কাছে অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশী চালায়। তল্লাশীতে আটক ব্যক্তির হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় চারটি আগ্নেয়াস্ত্র ও আটটি ম্যাগাজিন। আটক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করে। পুলিশ তদন্তের স্বার্থে ধৃত ব্যক্তির পরিচয় গোপন রেখেছে। ধৃত ব্যক্তি আন্তঃরাজ্য অস্ত্র পাচার চক্রে জড়িত কিনা , চক্রে আর কে বা কারা আছে তার হদিশ পেতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভুটানী মদ বাজেয়াপ্ত করল আবগারি বিভাগ

মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,১৯ সেপ্টেম্বর : অভিযানে সাফল্য মিলেছে আবগারি বিভাগের। ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের নানা স্থানে অভিযান চালিয়ে অবৈধ ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করল আবগারি বিভাগ। বৃহস্পতিবার বিকেলে আবগারি বিভাগের কুমারগ্রাম সার্কেলের পক্ষ থেকে এই খবর জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে , এদিন সকালে কুমারগ্রাম ব্লকের কুমারগ্রাম , দুর্গাবাড়ি , উত্তর হলদিবাড়ি , দক্ষিণ হলদিবাড়ি , ডাহারু চৌপথী এলাকায় অভিযান চালান আবগারি বিভাগের কর্মীরা। ওই অভিযানে ২ কার্টুন ভুটানে তৈরি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি আবগারি বিভাগ। আবগারি বিভাগের কুমারগ্রাম সার্কেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে , ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

নারী সুরক্ষায় "পিঙ্ক মোবাইল"

বাপন ধাঁড়া ,এই যুগ , হাওড়া ,১৯ সেপ্টেম্বর : সারা দেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের উদ্বেগজনক বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় , হাওড়া সিটি পুলিশ তাদের পিঙ্ক মোবাইল চালু করে একটি সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এটি একটি নারী সুরক্ষা প্রকল্প। সরকারী , ব্যক্তিগত এবং ডিজিটাল স্পেসে নারীদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চাপের প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলায় এই উদ্যোগটি আশার মতো এসেছে। গার্হস্থ্য সহিংসতা , ডাকাডাকি , ইভটিজিং , সাইবার বুলিং এবং জনসাধারণের অবমাননার মতো অপরাধ প্রতিরোধে ফোকাস করে , পিঙ্ক মোবাইল প্রকল্পের লক্ষ্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা যেখানে নারীরা ভয় ছাড়াই উন্নতি করতে পারে। হাওড়া সিটি পুলিশের তিনটি বিভাগে তিনটি গোলাপি মোবাইল ভ্যান কাজ করবে। এই মোবাইল ভ্যানগুলি শহর জুড়ে সতর্ক থাকবে , বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান , হাসপাতাল , বালিকা হোস্টেল , বাজারের জায়গাগুলি সহ যেখানে মেয়ে ও মহিলাদের সমাবেশ রয়েছে। প্রতিটি মোবাইলে একজন মহিলা পুলিশ অফিসার এবং মহিলা কনস্টেবল থাকবেন। তারা যখনই প্রয়োজন মেয়েদের এবং মহিলাদের সাহায্য করবে। যে কোন মহিলার সাহায্য চাওয়া হলে 100 বা 112 নম্বরে ডায়াল করতে পারেন এবং গোলাপি মোবাইলটি অবিলম্বে ঘটনাস্থলে ছুটে যাবে। ধারণাটি মহিলাদের নিরাপত্তা বাড়ানো। আসন্ন দুর্গা পূজার প্রাক্কালে এটি একটি উদ্যোগ যা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তাদের সর্ব-মহিলা স্কোয়াডের মাধ্যমে মহিলাদের সাহায্য করার জন্য নিয়েছে। এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র বিদ্যমান সমস্যাগুলির সমাধান করার চেষ্টা করে না বরং পূর্ব-বিদ্যমান স্কিমগুলির কার্যকারিতা পুনর্গঠন ও বৃদ্ধির লক্ষ্য রাখে , যা এটিকে মহিলাদের সুরক্ষার দিকে একটি অগ্রণী পদক্ষেপ করে তোলে

হাতির নজর পড়ল কালী মন্দিরের দিকে

মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,১৯ সেপ্টেম্বর : হাতির হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হল কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা এলাকায়। হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হল বারবিশা মৌজার ১০-১২ বিঘা ধান খেত , একটি রান্নাঘর ও একটি মন্দির। আতঙ্কিত হয়ে রয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। বুধবার গভীর রাতে ৮টি বুনো হাতি বারবিশা এলাকায় লোকালয়ে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। এলাকার বাসিন্দা রাখাল দাসের বাড়ির রান্নাঘর ভেঙে দিয়েছে হাতি গুলি। এছাড়াও এলাকার বাসিন্দা রাখাল বর্মনের বাড়ির কালী মন্দির ভেঙে দেয় হাতির দল। রাতেই ঘটনাস্থলে আসে বন বিভাগের ভল্কা রেঞ্জের বনকর্মীরা। বনকর্মীরা রাতেই হাতি গুলিকে জঙ্গলে ফেরান। এই ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আতঙ্কিত রয়েছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হুসেন বলেন , 'হাতির হামলা নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

পুলিশের অভিযানে উদ্ধার তিনশ পঞ্চান্ন গ্রাম ব্রাউন সুগার , গ্রেপ্তার পাঁচ

এই যুগ , মালদহ ,১৯ সেপ্টেম্বর : মালদহ জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও কালিয়াচক থানার পুলিশ এর যৌথ অভিযানে বুধবার রাতে থানা এলাকার ছোট সুজাপুর মুন্সিপাড়া গ্রামের এক বাড়ি থেকে পাঁচ জনকে আটক করে তল্লাশী চালিয়ে ঐ বাড়ি থেকে উদ্ধার করে তিনশ পঞ্চান্ন গ্রাম হলুদ পাউডার জাতীয় পদার্থ। পুলিশের অনুমান এই পাউডার ব্রাউন সুগার। আটক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও উদ্ধার করা ব্রাউন সুগার নির্দিষ্ট আইনী প্রক্রিয়া মেনে বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ধৃতরা হলো কালিয়াচক থানা এলাকার আমির হামজা, ইসরাফুল শেখ , জলপাইগুড়ি জেলার ভক্তিনগর থানা এলাকার তরুন দেবনাথ , এবং কোচবিহার জেলার পুন্ডিবাড়ি থানা এলাকার আবু বকর হোসেন ও আমিনুর হক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে আমির হামজা জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে যে সে এই ব্রাউন সুগার কালিয়াচক থানা এলাকার মোশিমপুর থেকে সংগ্রহ করে তার সহযোগীদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করতো। উল্লেখ্য আমির হামজার বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়েছে বাজেয়াপ্ত করা ব্রাউন সুগার। আলিপুরদুয়ার জেলার পুলিশ সুপারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মালদহ জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এই অভিযান চালায় বলে জানা গেছে। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনী ধারায় মামলা রুজু করে তাদের আদালতে পেশ করে তদন্তের স্বার্থে রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার পুজো কমিটি গুলোর হাতে তুলে দেওয়া হলো সরকারি অনুদানের চেক

এই যুগ ,জলপাইগুড়ি , ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রতিবারের মতো এবছরেও জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের বিভিন্ন থানার মাধ্যমে পুজো কমিটিগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হয় সরকারি অনুদানের চেক। জানা গেছে বৃহস্পতিবার জেলার প্রতিটি থানায় সংশ্লিষ্ট এলাকার পুজো কমিটির কর্মকর্তাদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের হাতে এই চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। এবছর পুজো কমিটিগুলোকে পঁচাশি হাজার টাকা করে অনুদান দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এদিন জলপাইগুড়ি জেলার আটশ পনেরোটি পুজো কমিটি যার মধ্যে পঁচাত্তরটি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত তাদের সকলকে এই চেক প্রদান করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। চেক হাতে পেয়ে খুশী পুজো উদ্যোক্তারা।

কাগজের নৌকা
20 SEPTEMBER 2024 , শুক্রবার

লেখা প্রকাশ
নিজস্ব লেখা কবিতা/ গল্প প্রকাশ করতে যোগাযোগ করুন - ৯০৬২৮৬৭৯২১ নং এ

ঠিকানা

আশীষ কুমার কুন্ডু
(ব্যারাকপুর , পশ্চিমবঙ্গ)

ঠিকানা নিয়ে কবুতর , পাখা মেলে আকাশে যে ওড়ে ,
গগন -পানে শুধুই চেয়ে থাকে ,আকাশ কি সেটা জানে !
কোথাও বাঁজলে যে মেঘের নুপুর ,
পদ্ম পাতায় টলমল করে বিষাদ দুপুর ,
জলের আয়নায় কাজল এঁকেছে ,
অভিমানে নয়ন- যুগল বড্ড যে সেজেছে ,
সুখ-দুঃখের সবটুকু যে স্মৃতি হয়ে থাকে ,
হয়তো বা শূন্যে যাযাবরের মতো ঘোরাফেরা করে ,
ওই তীর ভাঙা গাঙ্গে ,
অবহেলায় রসস্তটুকু ,স্মৃতি হয়ে থাকে ,
যদি আসে কোন ঠিকানা ,
হয়তো বা শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ,
বিষাদময় স্মৃতির মায়া , আঁকা স্মৃতি হয়ে থাকে ,
শেষ পাতায় যাতনা- গুলো ,বেল কাঁটার মত বিদ্য হয় ,
নির্জনে বসে অনুযোগের হালকা ছিল রেশ ,
আকাশ জুড়ে জোৎস্না ছিল বেশ ,
চাঁদের অকাল অমাবস্যার রাতে ,
নালিশের আজ দেখেছি বান ,
মেঘ যখন ব্যস্ত তারই উদযাপনে ,
আঙ্গুল ছোঁয়ার ওই স্বপ্ন-শিহরণ ,
আড়ালে রয়েছে তার স্পর্শকাতর মন।
মেঘের কোলে আছে যে বসত ঘর ,
দিগন্ত-পানে ভোরের মুখ প্রসারিত ,
চাঁদ যে এখন ওই অভিমানেই উল্লোষিত।।

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পিছিয়ে গেল টয়ট্রেন পরিষেবা চালুর উদ্যোগ

এই যুগ , দার্জিলিং ,১৯ সেপ্টেম্বর : আগামী ২১ সেপ্টেম্বর এনজেপি –দার্জিলিং ট্র্যাকে শুরু হওয়ার কথা ছিল টয়ট্রেনের। এবার সেটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আরও ১০ দিন পিছিয়ে গেল। সুতরাং আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর শুরু হতে পারে এই রুটের টয়ট্রেন পরিষেবা বলে জানান দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের ডিরেক্টর প্রিয়াংশু কুমার। এখন এই দুর্যোগের কারণে সিকিম ও কালিম্পংগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়কও বন্ধ রয়েছে। দুর্গাপুজোর মুখে পর্যটন ব্যবসায়ীরা ধাক্কা খেতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। পাশাপাশি এক নাগাড়ে ভারী বৃষ্টির জেরে ধস নেমেছে পাহাড়ে। আর তার জেরে শিলিগুড়ি–সিকিমের মূল লাইফলাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আর আবার এই আবহে পিছল টয়ট্রেন পরিষেবা চালুর উদ্যোগ। গত জুলাই মাসে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় টয়ট্রেনের লাইন। তখন থেকেই পরিষেবা বন্ধ। এরপর সবদিক বিবেচনা করে ২১ সেপ্টেম্বর সংশ্লিষ্ট লাইনে পরিষেবা চালু করার কথা ঘোষণা করেছিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। এমনকী বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছিল। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবেশের চাপে পড়ে আবার সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে হল।অন্যদিকে ২০১৭ সালে পাহাড়ে তুমুল আন্দোলনের জেরে বহুদিন বন্ধ ছিল টয়ট্রেন পরিষেবা। করোনাভাইরাসের জেরেও টয়ট্রেন পরিষেবা থমকে যায়। বর্ষার মরশুমে আবার ধাক্কা খেল টয়ট্রেন পরিষেবা। প্রায় তিন মাস বন্ধ রয়েছে। টয়ট্রেন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পেয়েছে।এনজেপি –দার্জিলিংয়ে দু'টি ট্রেন চলাচল করে। এটা পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। এই বিষয়ে ডিএইচআরের ডিরেক্টর বলেন , 'ধসে ক্ষতিগ্রস্ত ট্র্যাকে মেরামতের কাজ চলছে। শীঘ্রই শেষ করা হবে। তারপর আগামী ৩০ তারিখ সংশ্লিষ্ট লাইনে টয়ট্রেন পরিষেবা চালু হবে।এখন তিস্তা নদীর ভাঙনে সিকিম ও কালিম্পং যাতায়াতের ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দু'দিন ধরে বন্ধ রয়েছে। পূর্ত দফতর রাস্তা ঠিক করার কাজ করছে। পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা জানিয়েছেন যে এখন সেভাবে বৃষ্টির বাড়বাড়ন্ত নেই। নদীর জলস্তরও কম। তবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রয়েছে শ্বেতীঝোরা এলাকাটি। তাই সেখানে রাতে রাস্তার কাজ করা যাচ্ছে না। এই এলাকাটি সম্পূর্ণ 'রক জোন' বা পাথুরে এলাকা। সেক্ষেত্রে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করতে একটু সময় লাগছে। এই কারণে পর্যটকরা হতাশ হয়ে পড়ছেন। দুর্গাপুজো আর বেশি বাকি নেই। তখন অনেক পর্যটকই পাহাড় সফরে আসেন। সেখানে যদি নস্টালজিক টয়ট্রেন পরিষেবা না পান তাহলে মার খাবে পর্যটন ব্যবসায়ীরা।-ফাইল চিত্র।

জম্মু-কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হলো সাধারণ নির্বাচন

বিশেষ সংবাদদাতা ,এই যুগ , জম্মু-কাশ্মীর ,১৯ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ এক দশক পর বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে জম্মু-কাশ্মীরে। ৩৭০ ধারা বাতিলের পর এই প্রথম গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হয়েছেন ভূস্বর্গবাসী। বুধবার ছিল প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। আর প্রথমদিনেই জনগণের উন্মাদনা ছিল দেখার মতো। নির্বাচন কমিশনের (ECI) তথ্য অনুযায়ী ,দুপুর ৩টে পর্যন্ত ৫০.৬৫ শতাংশ ভোট পড়েছে জম্মু-কাশ্মীরে।দিনশেষে এই হার আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। এমনকি জম্মু-কাশ্মীরের যেসব এলাকায় জঙ্গি হানার প্রবণতা বেশি সেখানকার জনগণের মধ্যেও ভোটদানের উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।বুধবার সকালেই জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন , 'জম্মু ও কাশ্মীরের বিধাসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় নির্বাচনি এলাকার সকলকে বিপুল সংখ্যক ভোট দিতে এবং গণতন্ত্রের উৎসবকে শক্তিশালী করার আহবান জানাচ্ছি।' মোট ৯০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে বুধবার প্রথম দফায় ২৪টিতে ভোটগ্রহণ চলছে। ১ অক্টোবর পর্যন্ত তিন দফায় ভোটগ্রহণ হবে জম্মু ও কাশ্মীরে। ফল ঘোষণা হবে আগামী ৮ অক্টোবর।এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথের সামনে ভোটারদের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ডাকে যে ভূস্বর্গবাসী সাড়া দিয়েছে ,তা বলাই বাহুল্য। ধারাবাহিক জঙ্গি হামলার ঘটনা মাথায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বুথগুলিতে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী , দুপুর ৩টে পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে কিস্তওয়ারে (৭০.০৩%)। এরপরেই রয়েছে ডোডা (৬১.৯০%) এবং রামবান (৬০.০৪%)। এছাড়া অনন্তনাগ (৪৬.৬৭%), কুলগাম (৫০.৫৭%), শোপিয়ান (৪৬.৮৪%), পুলওয়ামাতেও (৩৬.৯০%) ভোটদানের হার যথেষ্ট ভালো।

EI YUG । EDITOR - SUROJIT MALICK । OWNER - SUROJIT MALICK । PUBLISHED BY SUROJIT MALICK FROM BANKRA DAKSHIN PALLY ,P.O-BANKRA ,P.S - DOMJUR ,DISTRICT -HOWRAH , PIN -711403 ,STATE-WEST BENGAL । PRINTED BY SUROJIT MALICK AT " EI YUG NEWSPAPER PUBLISHING HOUSE " ,BANKRA DAKSHIN PALLY,P.O-BANKRA ,P.S-DOMJUR , STATE - WEST BENGAL ,PIN-711403 । CONTACT NO -9062867921 ,9836753661 । EMAIL-EIYUGNEWSPAPER@GMAIL.COM , NEWSPAPER EIYUG@GMAIL.COM । RNI : WBBEN/2020/81746 ।